ইউনিট ১

হিন্দুধর্ম: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ভূমিকা

হিন্দুধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ করা যায় না। তবে শাস্ত্র থেকে জানা যায়, এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। যুগে যুগে বহু সাধকের সাধনার ফসল নিয়ে হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছে। তবে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের বিধিবিধান পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে চলছে। ফলে হিন্দুধর্ম প্রাচীন হয়েও নবীন।

হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়। হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস, বেদের অপৌরুষেয়তা, জন্মান্তর ও কর্মফল, জন্মান্তরবাদ ও দেবদেবী। আবার ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিপথে সাধনার কথা। এ ছাড়া আচার, অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিও হিন্দুধর্মের অঙ্গবিশেষ। আর এ বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান ইউনিটে তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১.১: হিন্দু ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পাঠ- ১.২: উপাসনা পদ্ধতি

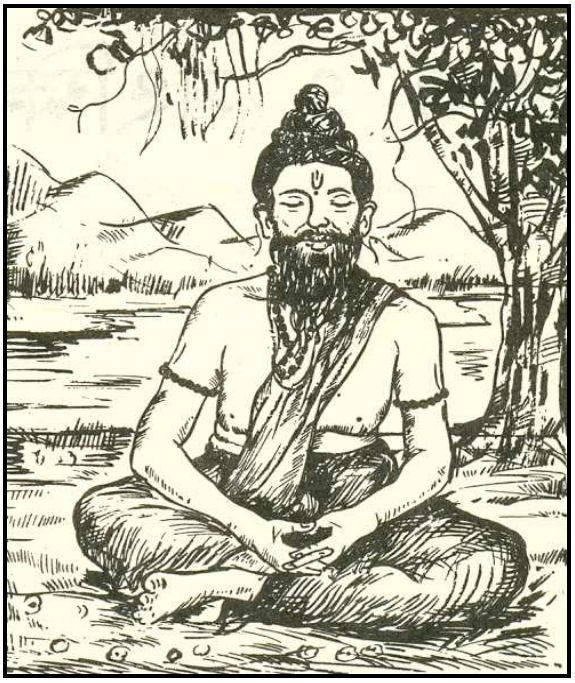

চিত্র ১: তাপোবনের পরিবেশে সাধনারত ঋষি।

পাঠ ১.১ হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হিন্দুধর্মের মূলকথা কি তা বলতে পারবেন।
- বেদকে অপৌরুষেয় বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জন্মান্তর ও কর্মফল কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- অবতারবাদ কি তা বলতে পারবেন।
- দেব-দেবী কি তা বলতে পারবেন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস

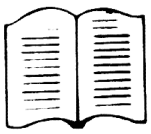

হিন্দুধর্মীয় ধর্মগ্রন্থাদি থেকে জানা যায়, হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন ঈশ্বর বা ভগবান স্বয়ং। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বব্যাপী। তার সৃষ্টজগতের মধ্যে যেমন ঈশ্বর রয়েছেন তেমনি সৃষ্টির বাইরেও তিনি রয়েছেন। ঈশ্বর থেকেই জীবের আগমন; আবার ঈশ্বরকে লাভ করতে পারলেই জীবের মুক্তি। তাই মানুষ মুক্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকে। জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর ধর্মীয় বিধান দিয়েছেন। সেই ধর্মীয় বিধানগুলো মেনে চললে মানুষ ইহকালে সুশৃঙ্খল সুন্দর জীবনের অধিকারী হতে পারে, আবার পরকালেও ঈশ্বরের কৃপা লাভে সমর্থ হয়। ঈশ্বর আছেন সৃজনে-ধ্বংসে, জীবনে-মরণে। অন্য কথায়, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই জগৎ ও জীবনের প্রকাশ, বিকাশ ও বিলয়। সুতরাং হিন্দুধর্মের মূলকথা হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন।

বেদের অপৌরুষেয়তা

বেদ হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ঋষিগণ ধ্যানস্থ হয়ে পরম সত্তায় সংলগ্ন থেকে যে সত্যকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন, সেগুলোর প্রকাশই বেদ। যে সত্য ঋষিদের ধ্যানে প্রকাশিত হয়েছে তা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, ঈশ্বরের বাণী। আর ঋষিরা ধ্যানের মধ্য দিয়ে সেই বাণী অনুভব করে প্রকাশ করেছেন। ঐ বাণীর সংকলনই হল বেদ। বেদ চারভাগে বিভক্ত যথা- ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। বেদের বিষয়বস্তুতে বহু ঋষির ধ্যানলব্ধ শাশ্বত বাণীর প্রকাশ ঘটেছে। বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয় বলে বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়।

জন্মান্তর ও কর্মফল

হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস। **অন্য জন্ম = জন্মান্তর।** অর্থাৎ মৃত্যুর পর অন্যজন্ম লাভ করার নামই জন্মান্তর। জন্মান্তরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কর্মফল। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। সেটি শুভ হতে পারে আবার অশুভও হতে পারে। তবে কর্মফল যেমনি হোক, কর্মকর্তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যদি কর্মফল ভোগ এক জনমে শেষ না হয়, তাহলে ওই কর্মকর্তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে তা ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রে বলে, ভোগ ছাড়া কর্মফলের ক্ষয় হয়না। কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে জন্ম হতে জন্মান্তরে ঘুরতে হয়। এই জন্মান্তর সম্পর্কে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

"বহুবার জন্মিয়াছি তুমি আর আমি।
আমি জ্ঞাত আছি, পার্থ, ভুলিয়াছ তুমি॥"

ঞ্জ এই যে ভগবানের উক্তি, এখানে একটি বিশেষ তত্ত্ব-নিহিত রয়েছে, সেটি হল জীব জন্মগ্রহণ করে কর্মফল ভোগের জন্য। কিন্তু ভগবানের জন্ম তেমনটি নয়। কোন কর্মফল তাকে বাঁধতে পারে না। তিনি যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেটি তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য। জগতের কল্যাণের জন্য।

অবতারবাদ

অবতার সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনাকে বলে **অবতারবাদ**। ঈশ্বর মাঝে মাঝে দেহধারণ করে পৃথিবীতে অবতাররূপে এসে থাকেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বোম-এই পঞ্চভূতে গড়া জগতকে বলা হয় প্রপঞ্চ। আর যা পঞ্চভূতে গড়া নয় সেটি হল অপ্রপঞ্চ। ঈশ্বর অপ্রপঞ্চ থেকে যখন প্রপঞ্চে- অবতরণ করেন তখন তাঁকে বলা হয় অবতার। ঈশ্বর ইচ্ছাময়। ইচ্ছা করলেই যে কোন স্থানের যে কোন সময়ে অবতাররূপে আসতে পারেন। তবে তাঁর অবতাররূপে আসার কিছু কারণ গীতায় প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অধর্মের প্রতাপ বেড়ে যায়, সমাজে সৎ ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে তখন ভগবান অবতাররূপে পৃথিবীতে এসে থাকেন। এসে তিনি দুষ্টের বিনাশ, শিষ্টের পালন এবং ধর্মসংস্থাপন করে থাকেন।

দেবদেবী

হিন্দুধর্মে বহু দেবদেবী রয়েছেন। দেবদেবীরা হচ্ছেন ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। ঈশ্বর অনন্ত শক্তির অধিকারী। তাঁর গুণেরও শেষ নেই। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন ওই আকারকে বলা হয় দেবতা। যেমন ঈশ্বর যেরূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম হলো ব্রহ্মা; আবার ঈশ্বর যেরূপে সৃষ্টিকে পালন করছেন, তাঁকে বলে বিষ্ণু। এ ছাড়া সৃষ্টিকে যখন ধ্বংস করেন, তাঁর সেই সংহার- রূপকে বলা হয় শিব। এমনিভাবে দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার দেব-দেবীগণ ঈশ্বর নন। এরাঁ বিশেষ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিবিধ গুণের প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

সারাংশ

ঈশ্বর জগত সৃষ্টির সাথে সাথে জগতের কল্যাণের জন্য ধর্মকেও সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুধর্মের প্রবর্তক কেউ নেই। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ অপৌরুষেয়। জন্মান্তর ও কর্মফল হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কর্ম করলেই ফলোৎপন্ন হয়। আর সে কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে প্রয়োজনে অন্য জন্ম বা জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। জগতের কল্যাণ সাধনের জন ঈশ্বর মাঝে মাঝে দেহধারণ করে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। অসীম তাঁর ক্ষমতা। তাঁর বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশকে দেবতা বলে। দেবদেবীরা ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের অংশ মাত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১। কার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন হিন্দুধর্মের মূলকথা?
ক. জীবের খ. জগতের
গ. ঈশ্বরের ঘ. দেবতার।

২। বেদে কাদের ধ্যানলব্ধ বাণীর প্রকাশ ঘটেছে?
ক. ঋষিদের খ. মুনিদের
গ. কবিদের ঘ. যোগীদের।

৩। এক জন্ম শেষে অন্য জন্ম লাভ করাকে কি বলা হয়?
ক. নবজন্ম খ. পরজন্ম
গ. জন্মান্তর ঘ. পুনর্জন্ম।

৪। বহুবার জন্মিয়াছি তুমি আর আমি- এ কথা কে বলেছেন?
ক. অর্জুন খ যুধিষ্ঠির
গ. ভীষ্ম ঘ. শ্রীকৃষ্ণ।

৫। দেহধারণ করে ঈশ্বরের ধরাপৃষ্ঠে আগমনকে কি বলা হয়?
ক. আবির্ভাব খ. অবতার
গ. অবতারী ঘ. দেবতা।

৬। ঈশ্বর কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ আকার ধারণ করলে তাকে বলা হয়?
ক. দেব-দেবী খ. মানব
গ. দানব ঘ. যক্ষ।

প্রয়োজনীয় বিষয়ে নোট করুন

.....

.....

পাঠ ১.২ উপাসনা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপাসনা কি তা বলতে পারবেন।
- উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- পূজা-পার্বণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

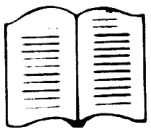

মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি। ঈশ্বরকে পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন এই সাধনার অপর নাম উপাসনা। উপাসনা বলতে ঈশ্বরের আরাধনা-ক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে। এই উপাসনা দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ব্যক্তিবিশেষের শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, ও যোগ। এ ছাড়া বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং দেবদেবীর পূজা-পার্বণের মধ্য দিয়েও ঈশ্বর উপাসনা হয়ে থাকে।

কর্ম

যা কিছু করা হয় তাকেই বলে কর্ম। ঈশ্বরকে আরাধনা করা সেটিও একটি কর্ম। তবে যে কর্মের সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা যুক্ত থাকে সেটিই সংক্ষেপে কর্মযোগ বলা হয়। সাধক যখন তার সমস্ত কর্মফলকে ঈশ্বরে সমর্পণ করেন এবং নিজে ঈশ্বরের পতিনিধি স্বরূপ হয়ে কর্ম করে থাকেন তখন তার কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। কর্মযোগের ফল- ফলাকাঙ্খা বর্জন, কর্তৃত্ব- অভিমান ত্যাগ এবং কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ- এভাবে কর্মকরে একজন সাধক ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়। সংক্ষেপে এই হল কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর উপাসনা পদ্ধতি।

জ্ঞান

কর্মের ন্যায় জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমেও ঈশ্বর অনুগ্রহ পাওয়া সম্ভব। কর্ম করতে গিয়ে সাধক উপলব্ধি করবেন তার নিজের মধ্যে যেমন তেমনি বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই আত্মা বিরাজ করছেন। জগতের সব কিছু পরম আত্মার সত্ত্বায় সত্ত্বাবান। জীব- দেহের আত্মাকে বলে জীবাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলত একই; তবে খন্ডিত অবস্থায় জীবদেহে জীবাত্মা নামে পরিচিত। আর সামগ্রিক দৃষ্টিতে সেটি পরমাত্মা। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে সাধক হন জ্ঞানী। তখন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের অংশ বলে উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন দেহটা তিনি নন, তাঁর ভিতর যে আত্মা রয়েছে সেটিই তার সত্ত্বা । দেহ মাঝে এই আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে। এই জীবাত্মাকে ঈশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াসই হচ্ছে জ্ঞানের পথে ঈশ্বর উপাসনা।

যোগ

ঈশ্বর উপাসনার আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ-সাধনা। সকল সাধনার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সুস্থ কর্মক্ষম দেহ এবং মন। দেহকে আশ্রয় করে পরমাত্মার সাধন চলতে থাকে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে- **শরীরং খল্বাদ্যধর্মসাধনম্**। অর্থাৎ শরীরই হচ্ছে ধর্ম-সাধনার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। তাই পদ্মাসন, সহজাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি বিভিন্ন রকম যোগাসন অনুশীলনের মাধ্যমে দেহ ও মনকে ঈশ্বর উপলব্ধির উপযোগী করে তোলা হয়। যোগাবলম্বন করে যিনি ঈশ্বর আরাধনা করেন তিনি হলেন যোগী সাধক। সুনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় এবং শান্তচিত্তে নিজ আত্মায় পরমাত্মার উপস্থিতি লাভে যত্নবান হন যোগী। গীতায় বলা হয়েছে যে যোগী-সাধক যোগের মাধ্যমে তার মনকে ঈশ্বরে

সংযুক্ত করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। পরমাত্মার সঙ্গে আপন জীবাত্মার সংযোগ সাধনই যোগ সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভক্তি

ভক্তির পথে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের সাধনায় সাধকের সগুণ ঈশ্বরের কল্পনা থাকে। ঈশ্বরের অশেষ ক্ষমতা অনন্ত গুণাবলী স্মরণ করে সাধক ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেন। ভক্তিযোগে জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্কটা সেব্য ও সেবকের। যাকে সেবা করা যায় তিনিই সেব্য; আর যিনি সেবা করেন তিনি হলেন সেবক। ভক্তিযোগে সেব্য হলেন ঈশ্বর আর সেবক হলেন ভক্ত নিজেই। ভক্তির অশেষ কৃপা। ভক্তি একদিকে ঈশ্বরকে ভক্তের নিকটে নিয়ে আসে। অপর দিকে ভক্তকে করে ঈশ্বরমুখী। ভক্ত নিজে কিছু প্রার্থনা করেন না। ঈশ্বর প্রীতি সাধনই তার উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন- শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে গোপীরা ছিলেন সদা যত্নশীল।

তোমার কুশলে কুশল মানি- এই অনুভূতি নিয়ে গোপীগণ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছেন। কলি যুগে ঈশ্বর আরাধনার জন্য ভক্তিযোগেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে। ভক্তি ভক্তের হৃদয়কে ঈশ্বর-উন্মুখী করে। অপর দিকে ভক্তিতে প্রীত হয়ে ভগবান ভক্তের কল্যাণে বিগলিত হন। তাই বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে ভক্তিযোগের সাধনাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভের সহজ উপায় বলে মনে করা হয়।

আচার-অনুষ্ঠান

ধর্মের নিজস্ব কোন রূপ নেই। ধার্মিকব্যক্তির আচার-আচরণের মাধ্যমে ধর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। গৈরিক বসনধারী কোন ব্যক্তিকে দেখলে মনে হয় তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায় ভক্ত সন্ন্যাসী হবেন। আবার যখন কণ্ঠে তুলসী মালা, গায়ে তিলক চন্দন, মুখে কৃষ্ণনাম এর মধ্যদিয়ে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার ঈশ্বর আরাধনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে এগুলো ধর্মের বহিরঙ্গ দৃশ্য। বহিরঙ্গ সজ্জারও উপযোগিতা আছে। যিনি গৈরিক বসন ধারণ করেছেন বা তিলক চন্দনাদি পরেছেন তিনি তাঁর চিন্তা কর্মে আচার-আচরণে সতর্ক, সংযমী ও সহানুভূতিপ্রবণ হবেন এটাই আশা করা যায়। এভাবে দেখা যায়, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ধর্মের বিশিষ্টরূপ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর-উপাসনার দুটি প্রধান পদ্ধতি হলঞ্জ **নিরাকার** ও **সাকার**। নিরাকার উপাসনায় ঈশ্বরের কোন রূপ বা মূর্তি থাকে না। তবে সাকার উপাসনায় ঈশ্বরের নানা গুণাবলী-ব্যঞ্জক মূর্তি কল্পনা করে উপাসনা করা হয়। এই যে ঈশ্বরের সাকার উপাসনা একেই বলে পূজা-অর্চনা। ঈশ্বরের বিগ্রহ তৈরি করে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সাধক ভক্তিভরে পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন, ধরু, দীপ প্রভৃতি অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এটিই পূজাকর্ম। পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে ভক্ত ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেন; এবং নিজের প্রাণের আকুতি উপাস্য দেবতার নিকট নিবেদন করেন। এই পূজাকর্মের মধ্য দিয়ে সাধকের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয়ই হয় পবিত্র এবং ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য। পূজার সঙ্গে যুক্ত আছে পার্বণের কথা। বৎসরের নির্ধারিত তিথিতে বিশেষ বিশেষ পার্বণ উপস্থিত হয়ে থাকে। যেমন আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে মহালয়া পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এরকম নবান্ন, পৌষপার্বণ, ইত্যাদি বারমাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ পার্বণ উদযাপনের মধ্য দিয়ে ভক্ত দেহ ও মনে শুচিতা লাভ করেন এবং অন্তরে অনুভব করেন প্রশান্তি। এভাবে পূজা-পার্বণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভের জন্য সাধক তৈরি হতে পারে। এই হল সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের উপাসনা পদ্ধতি।

সারাংশ

ঈশ্বর আরাধনার অপর নাম উপাসনা। উপাসনা বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-- এগুলো ঈশ্বর আরাধনার এক একটি পথ বা উপাসনা পদ্ধতি। এছাড়া আচার অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণ উদযাপনের মাধ্যমে সাধক দেহ ও মনে বিশুদ্ধতা লাভ করতে পারে। এভাবে অন্তরে বাহিরে পবিত্রভাব নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করে সাধক অভীষ্ট ঈশ্বর বা মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঈশ্বরের আরাধনা-ক্রিয়াকে কি বলা হয়?
ক. সাধনা খ. উপাসনা
গ. পূজার্চনা ঘ. ধ্যান।

২। যে কর্মের সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তাযুক্ত থাকে তাকে কি বলা হয়?
ক. কর্মযোগ খ. কর্মধ্যান
গ. কর্মসিদ্ধি ঘ. কর্মসাধনা।

৩। কোন পথের সাধক ঈশ্বরের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না?
ক. জ্ঞান খ. কর্ম
গ. ভক্তি ঘ. যোগ।

৪। ধার্মিক ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্যে কাকে প্রত্যক্ষ করা যায়?
ক. জ্ঞানকে খ. চরিত্রকে
গ. বিশ্বাসকে ঘ. ধর্মকে।

৫। পূজা অর্চনার মধ্যদিয়ে ভক্ত কার সান্নিধ্য অনুভব করেন?
ক. গুরুর খ. শিক্ষকের
গ. ভগবানের ঘ. মূর্তির।

৬। পুজা-পার্বণ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে ভক্ত দেহ ও মনে কি লাভ করেন?
ক. শুচিতা খ. ভক্তি
গ. নৈকট্য ঘ. সান্নিধ্য।

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আপনার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের পরিচয় দিন।
(পাঠ ১ ও ২-এর সারাংশ থেকে লিখুন)

২। জন্মান্তর ও কর্মফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(পাঠ ১-এর জন্মান্তর ও কর্মফল অংশ থেকে লিখুন।)

৩। হিন্দুধর্ম দেবদেবী সম্পর্ক আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।
(পাঠ ১-এর দেবদেবী অংশ থেকে লিখুন।)

৪। ঈশ্বর উপাসনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
(পাঠ ২-এর কর্ম ও জ্ঞান অংশ থেকে লিখুন।)

৫। যোগসাধনা ও ভক্তিযোগের পরিচয় দিন।
(পাঠ ২-এর যোগ এবং ভক্তি অংশ থেকে লিখুন।)

৬। হিন্দুধর্মে আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(পাঠ ২-এর আচার অনুষ্ঠান অংশ থেকে লিখুন।)

৭। পূজা-পার্বণ কি এবং কেন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা লিখুন।
(পাঠ ২-এর পূজা-পার্বণ অংশ থেকে লিখুন।)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

(ক) হিন্দুধর্মের অপর নাম কি?
[ইউনিট ১-এর ভুমিকা থেকে লিখুন।]

(খ) বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন?
[পাঠ ১ থেকে লিখুন।]

(গ) ঈশ্বরের অবতার বলতে কি বুঝায়?
[পাঠ ১-এর অবতারবাদ থেকে লিখুন।]

(ঘ) দেব-দেবীরা কোন শক্তির প্রকাশ?
[পাঠ ১-এর দেব-দেবীর অংশ থেকে লিখুন।]

(ঙ) উপাসনা কাকে বলে?
[পাঠ ২ থেকে লিখুন।]

(চ) কর্মযোগের তিনটি ফল কি কি?
[পাঠ ২-এর কর্ম থেকে লিখুন।]

(ছ) যোগাসন অনুশীলনের মাধ্যমে কি লাভ হয়?
[পাঠ ২-এর যোগ অংশ থেকে লিখুন।]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১. গ; ২. ক; ৩. গ; ৪. ঘ; ৫. খ; ৬. ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১. খ; ২. ক; ৩. গ; ৪. ঘ; ৫. গ; ৬. ঘ;